সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সহযোগিতায়ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া

অক্টোবর ২০১৭

প্রকাশনায়
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
খন্দকার রাকিবুর রহমান
মহাপরিচালক
মোঃ আসাদুল ইসলাম
প্রাক্তন মহাপরিচালক

প্রণয়ন
এসপিএস প্রকাশনা কমিটি:
মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন
পরিচালক

গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ
পরিচালক

সিরাজুল ইসলাম খান
অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার

বাহাদুর রইচুর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চ: দা:)

সম্পাদনা
মোঃ শাহ আলম (উপসচিব)
উপ-পরিচালক (সাধারণ)

সহযোগিতায়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও
এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
১	**সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত: প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া**	
	১.১ সেবার প্রাথমিক ধারণা	৭
২	**আগেকার পদ্ধতি ম্যাপিং**	
	২.১ সেবার বিবরণ সংবলিত প্রোফাইল	৮
	২.২ আগেকার পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ	৯
৩	**আগেকার পদ্ধতি বিশ্লেষণ**	
	৩.১ ধাপভিত্তিক সেবা কার্যক্রম বিশ্লেষণ	১০
	৩.২ সেবা প্রদানে জনবলের সম্পৃক্ততা	১১
	৩.৩ সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত কাগজপত্র/দলিলাদি	১১
	৩.৪ ক্যাটাগরি অনুসারে আগেকার পদ্ধতির সমস্যাসমূহ	১২
৪	**বর্তমান পদ্ধতির ডিজাইন**	
	৪.১ আগেকার পদ্ধতির সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তাবনা ও সুফল	১৩
	৪.২ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	১৪
	৪.৩ বর্তমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ	১৫
৫	**ধাপভিত্তিক বর্ণনা**	
	৫.১ আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতি	১৬
	৫.২ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা	১৬
	৫.৩ আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা	১৭
	৫.৪ আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা	১৮
	৫.৫ সহজিকরণের পরে বর্তমান পদ্ধতির সুফল	১৮
৬	অন্যান্য প্রস্তাবনা	১৮
৭	**সেবা সহজিকরণে গৃহীত পদক্ষেপ**	
	৭.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস আদেশ	১৯
	৭.২ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অফিস আদেশসমূহ	২০-২১

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ cab_secy@cabinet.gov.bd

মুখবন্ধ

জনহয়রানি হ্রাসকল্পে সেবা সহজিকরণের বিকল্প নেই। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার অচলায়তন ভেঙ্গে সেবা সহজিকরণের মাধ্যমেই সম্ভব সেবায় গতি সঞ্চার এবং নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জন। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হতে প্রয়োজন প্রদত্ত সেবাসমূহ বিশ্লেষণ করে এর ধাপসমূহ কমিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরিহার করা এবং কাম্য সময়ের মধ্যে মানসম্মত সেবা দেওয়া।

জনভোগান্তি লাঘবকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৫ সালে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নির্দেশিকা জারি করে। প্রদেয় সেবার বিষয়ে কোনো নাগরিক সংক্ষুব্ধ হলে তা প্রশমণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নির্দেশিকায় সেবা সহজিকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা সহজিকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত সেবা সহজিকরণের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৬৬.০১০.১৫.৬৬ সংখ্যক স্মারকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০টি দপ্তর প্রদেয় অনেক সেবা সহজ করেছে এবং যার অধিকাংশই বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্তমানে ২০টি দপ্তর সেবা সহজিকরণের প্রাক্কালে লব্ধ অভিজ্ঞতা 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' হিসেবে প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা সরকারি দপ্তরে উত্তম চর্চা হিসেবে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে পারে। প্রকাশিত সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্তগুলোর ধারাবাহিকতায় সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সকল সেবা অচিরেই সহজিকৃত হয়ে জনসেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে প্রত্যাশা করি।

'প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রণয়নে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক ও সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রকাশে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান আন্তদাপ্তরিক সহযোগিতার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমি আশা করি জনকল্যাণে 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া' অনন্য নজির স্থাপন করবে।

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গ-কথা

ক্রমবর্ধমান নাগরিক-চাহিদা ও সেবাপ্রার্থীর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রাম ৩৬টি দপ্তর/সংস্থার ৩৬টি সেবা প্রোফাইল বই প্রকাশ করে যা সেবা সম্পর্কিত তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার হিসেবে ইতোমধ্যে সেবাগ্রহীতাগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশাল এই তথ্যভাণ্ডার থেকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন দপ্তর সেবা সহজিকরণের কার্যক্রম শুরু করেছে যা নাগরিকগণকে কম সময়ে এবং কম খরচে সেবা পৌঁছে দিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২০টি অধিদপ্তর/সংস্থা উত্তম চর্চার নিদর্শন হিসেবে 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রকাশ করছে যাতে সহজিকৃত সেবার পদ্ধতি, ধাপ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তীতে যে সকল দপ্তর সেবা সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে সে সকল দপ্তরের জন্য সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্তসমূহ উত্তম নিদর্শন হিসেবে অনুসৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৬০ সংখ্যক নির্দেশনায় সেবাপদ্ধতি সহজিকরণের বিষয়টি বিধৃত রয়েছে। সহজিকৃত সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হলে তা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এক অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, সরকারি দপ্তরে সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের বিশেষ স্বীকৃতি মিলেছে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা International Telecommunication Union (ITU)-এর ২০১৬ সালের World Summit on the Information Society (WSIS) হতে Champions পুরস্কার লাভের মাধ্যমে।

'প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রণয়নের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এ সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা ও আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণও ধন্যবাদার্হ। আশা করছি 'প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' সেবা প্রহীতাদের দুর্ভোগ লাঘব করে জনকল্যাণে অশেষ ভূমিকা পালন করবে।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

মহাপরিচালক
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া সহজিকরণঃ জনকল্যাণে এক অনন্য সংযোজন

১৯৯০ সালে ৩৪৭ টি নিবন্ধিত এনজিও নিয়ে যাত্রা শুরু এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর। বর্তমানে ব্যুরোর সাথে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২৫০০ এর অধিক। এ সময়ে শুধু এনজিও'র সংখ্যাই বাড়েনি, সেই সাথে বেড়েছে এর কর্মপরিধি। এনজিওসমূহের প্রকল্প কার্যক্রম ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদন, অর্থছাড়, মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচির বাস্তবায়ন মনিটরিং এর পাশাপাশি এনজিও নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম ব্যুরোতে সম্পাদিত হয়। এনজিও কর্মকাণ্ড পরিচালনা সংক্রান্ত ১৯৭৮ ও ১৯৮২ এর দু'টি পুরানো অধ্যাদেশ রহিতক্রমে "বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছা সেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬" শিরোনামে নতুন আইন প্রণয়ণ ও কার্যকর হয়েছে।

বৈদেশিক অনুদান নির্ভর দেশি/বিদেশি এনজিওসমূহ কর্তৃক প্রস্তাবিত নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদনের জন্যে ব্যুরোতে দাখিলকৃত এফডি-৬ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা অনুমোদন ও অর্থছাড়করণ ব্যুরোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী ইত:পূর্বে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন নির্ধারিত ছিল। এ কর্মসম্পাদনে একই পরিপত্রের ৭ (ঘ) মোতাবেক ব্যুরো কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরতঃ মতামত প্রদানের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্যে ২১ (একুশ) কর্মদিবস নির্ধারিত ছিল।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর এ সেবাটি তথা এফডি-৬ অনুমোদন সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সহজীকরণের অংশ হিসেবে ব্যুরোর এ প্রস্তাবকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রজ্ঞাপনের (নং-০৩.০৭০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৫.২৩৭, তারিখ ঃ ২০ অক্টোবর, ২০১৬) মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা (এফডি-৬) এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রদানের সময়সীমা কমিয়ে ১৫ (পনের) (২১ কর্মদিবসের পরিবর্তে) কর্মদিবস এবং এফডি-৬ অনুমোদন ও অর্থছাড়ের সময়সীমা কমিয়ে ২৬ (ছাব্বিশ) (৪৫ কর্মদিবসের পরিবর্তে) কর্মদিবস নির্ধারণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। ফলে এনজিওসমূহ পূর্বের তুলনায় কম সময়ে ব্যুরো থেকে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় পাচ্ছে, যা দেশব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এরফলে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়করণ সেবাকার্যক্রম প্রদানের সময় কমেছে, এনজিও প্রতিনিধিদের ব্যুরোতে আগমনের সংখ্যা কমেছে এবং কর্মঘণ্টাসহ অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। এর মাধ্যমে সার্বিক সেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যুরো স্বল্পতম সময়ে গুরুত্বপূর্ণ এ সেবাটি প্রদান করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

(খন্দকার রাকিবুর রহমান)

মহাপরিচালক (প্রশাসন)
ও
প্রকল্প পরিচালক
এটুআই, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সেবা সহজিকরণ: উদ্ভাবনের প্রসূতি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নে সরকারি কর্মচারীদের সেবামুখী মনোভাব সৃষ্টির জন্য গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও পাকিস্তানি অপশাসন থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই সমৃদ্ধ হবে না, এটি হবে এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সেবাপ্রদানকারীগণ স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করবেন। একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু-কন্যার রূপকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নির্বাহী বিভাগের সকল স্তরের কর্মচারীগণ।

ডিজিটাল সেবা বা ই-সেবা তৈরির পূর্বশর্ত হচ্ছে সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ। শুধু ডিজিটাল সেবা তৈরিই যথেষ্ট নয়, সেবার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রদেয় সেবাকে সহজ করতে হবে। এর ফলে সেবার ধাপ কমে আসবে, সেবা নিতে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং সেবা প্রদান পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে। সেবা সহজিকরণের সঙ্গে উদ্ভাবন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যমান সেবাপদ্ধতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত কাঙ্খিত সেবাপদ্ধতির ওপর বিশদ পর্যালোচনা। এ কাজে এটুআই বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গাইডলাইন তৈরিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এটুআইয়ের উদ্যোগে ৪০ টির অধিক সংস্থার অর্ধশতাধিক সেবা সহজিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে হতে ২০ টি সংস্থা তাদের সেবা সহজিকরণ অভিজ্ঞতা 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' নামে প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের সরকারি সেবা সহজিকরণের ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধান, তাঁদের এসপিএস টিম এবং এটুআই-এর একনিষ্ঠ কর্মীগণকে অভিনন্দন জানাই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সেবাপদ্ধতি সহজিকরণে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করছে। তাঁদের অভিভাবকত্ব ব্যতীত এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন দুরূহ হতো। আমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(কবির বিন আনোয়ার)

১. সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত: প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া

১.১ সেবার প্রাথমিক ধারণা

দেশের সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাদপদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার সহায়ক হিসেবে এসব এনজিও কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচি অনুমোদন ও বাস্তবায়ন তদারকির মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরা একটি নিয়ন্ত্রণকারী (জবমঁষধঃড়ৎু) সংস্থা হিসেবে যে সমস্ত সেবা প্রদান করে থাকে, তার মধ্যে এনজিও নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ন, প্রকল্প অনুমোদন, অর্থছাড়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকান্ড তদারকি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের কার্যানুমতি প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যথাসময়ে এনজিওদের অনুকূলে প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থছাড়করণ সেবাটি অনগ্রসর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক অনুদানপুষ্ট এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) অনুমোদনপূর্বক এনজিওসমূহের অনুকূলে অর্থছাড় করে থাকে। মূলতঃ ব্যুরোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে এনজিওসমূহ গরীব জনগোষ্ঠী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান দিয়ে সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। পূর্বে প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে ব্যুরোতে ০৯ সেট এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব), ০৩ সেট এফডি-২ (অর্থছাড়), ০৯ সেট দাতা সংস্থার প্রতিশ্রুতিপত্র দাখিল করতে হতো।

প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থছাড়করণ সেবাটি সময়াবদ্ধ। ঙহব ঝঃড়ঢ় ঝবৎধরপব পয়েন্ট হিসেবে ব্যুরো তার ওপর অর্পিত সময়াবদ্ধ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। পূর্বে এ সেবাটির জন্য নির্ধারিত সময় অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছিল। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ধ২র প্রকল্পের সহযোগিতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এফডি-৬ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যুরোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- ০৩.০৭০.০০৬.০০.০০.০০৩.১৫-২৩৭ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০১৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে মতামত প্রাপ্তির সময়সীমা ২১ (একুশ) কর্মদিবসের পরিবর্তে ১৫ (পনের) কর্ম দিবস ধার্য করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে এফডি-৬ অনুমোদন ও অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে সময়সীমা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে ২৬ (ছাব্বিশ) দিনে কমিয়ে আনা হয়েছে। একইসাথে ০৯ সেট এফডি-৬ এর পরিবর্তে ০৬ সেট এবং ০৯ সেট প্রতিশ্রুতি পত্র এর পরিবর্তে ০৬ সেটে নামিয়ে আনা হয়েছে।

২. আগেকার পদ্ধতি ম্যাপিং

২.১ সেবার বিবরণ সংবলিত প্রোফাইল

বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (দেশি-বিদেশি) প্রকল্প প্রস্তাব (এফডি-৬) অনুমোদন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত সেবা প্রোফাইলঃ

- সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম : এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী : মহাপরিচালক/পরিচালক/অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/উচ্চমান সহকারী/ অফিস সহকারী/ব্যক্তিগত সহকারী
- সেবাপ্রাপ্তির স্থান : এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
- প্রয়োজনীয় সময় : ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কর্মদিবস

সেবার বিষয়/ইস্যু	বর্ণনা
সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো One Stop Service হিসেবে দেশি-বিদেশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের এফডি-৬[১] (প্রকল্প প্রস্তাব) অনুমোদন ও অর্থছাড় করে আসছে। বৈদেশিক অনুদান গ্রহণে ইচ্ছুক এনজিওসমূহ তাদের প্রকল্প প্রস্তাব এফডি-৬, অর্থছাড়করণে এফডি-২ এবং দাতা সংস্থার প্রতিশ্রুতি পত্র এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করে। প্রস্তাব ব্যুরো কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যথাযথ বিবেচিত হলে প্রকল্প খাত (sector) অনুসারে প্রকল্পের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মতামত প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে (line ministry) এফডি-৬ প্রেরণ করা হয়। সহজিকরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের মধ্যে মতামত প্রদান করলে সংস্থার অনুকূলে মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে প্রকল্প অনুমোদন ও প্রকল্পের কাজ শুরুর লক্ষ্যে অর্থছাড় করা হতো এবং মন্ত্রণালয় ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের মধ্যে মতামত প্রদান না করলে ব্যুরোর পরিপত্রের ৭(ঘ) ধারা অনুযায়ী আপত্তি নেই মর্মে বিবেচনা করে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় করা হতো।
সেবাপ্রাপ্তির শর্তাবলী	১. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (দেশি-বিদেশি) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হতে হবে; ২. সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে দাতা/দাতা সংস্থা কর্তৃক বৈদেশিক অনুদানের প্রতিশ্রুতিপত্র (Letter of Intent) ৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ফরম্যাট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্বাহী প্রধানের স্বাক্ষরে প্রকল্প প্রস্তাব (এফডি-৬) এবং অর্থছাড়ের আবেদন (এফডি-২) দাখিল করতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. প্রকল্প প্রস্তাব (এফডি-৬) ৯ সেট ২. অর্থছাড় (এফডি-২) ৩ সেট ৩. দাতা সংস্থার অর্থ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিপত্র ৯ সেট
প্রয়োজনীয় ফি/টাকা আনুষঙ্গিক খরচ	প্রযোজ্য নয়।
সংশ্লিষ্ট আইন/ বিধি/ পরিপত্র/ নীতিমালা	ইতঃপূর্বে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এবং The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982- এর মাধ্যমে সেবার কার্যক্রম পরিচালিত হতো। গত ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে এ দুটি অধ্যাদেশ রহিতক্রমে নতুন আইন 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ৬ নভেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে নতুন আইনের অধীন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
নির্দিষ্ট সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা	মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও, ঢাকা।

১ FD (Foreign Donation) Form-6

২.২ আগেকার পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থ ছাড়করণ

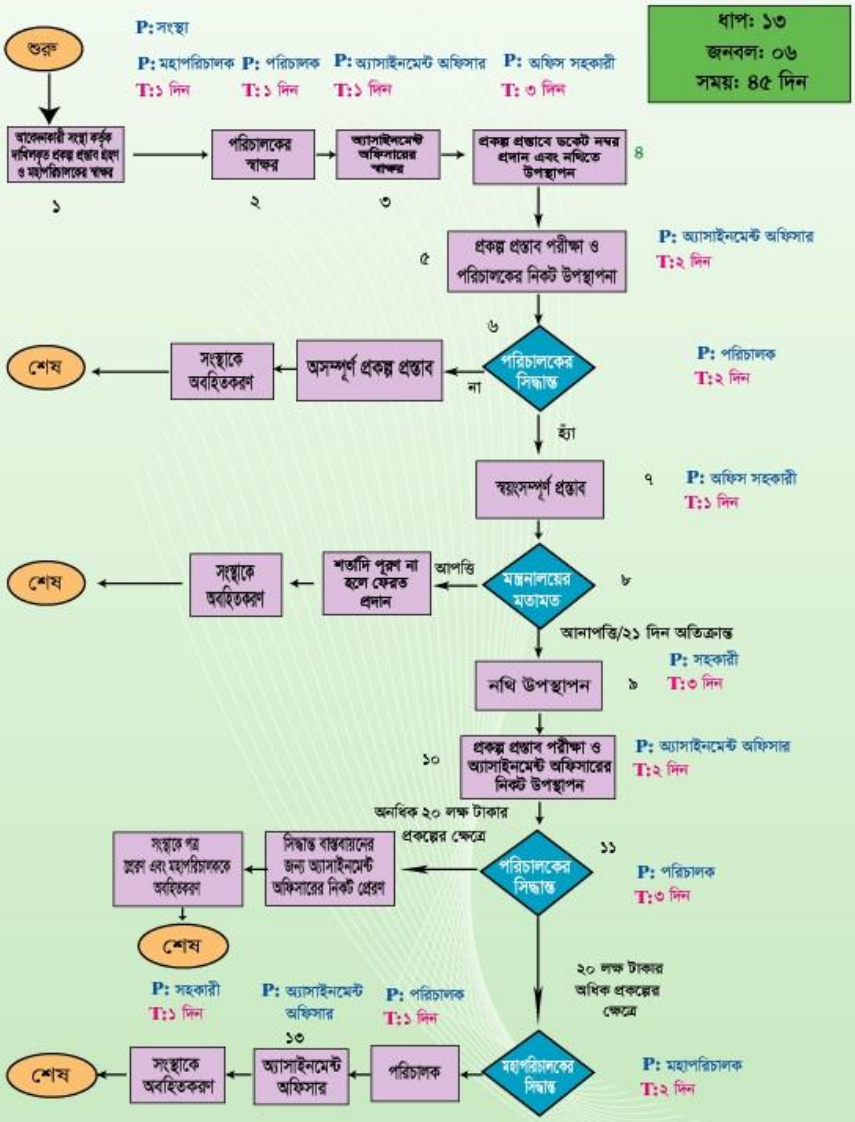

৩. পূর্ব পদ্ধতি বিশ্লেষণ

৩.১ ধাপভিত্তিক সেবা কার্যক্রম বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	বর্ণনা
১	এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) গ্রহণ, ডকেটিং ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের দপ্তরে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর নিকট বৈদেশিক অনুদানে প্রণীত এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) দাখিল। ব্যক্তিগত সহকারী কর্তৃক এফডি-৬-এ আবেদন পত্রে মহাপরিচালকের স্বাক্ষরসহ কেন্দ্রীয়ভাবে ডকেটিং ও সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট প্রেরণ।
২	পরিচালকের স্বাক্ষর	প্রকল্প প্রস্তাব পরিচালকের স্বাক্ষরসহ ডকেটিং করে অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ।
৩	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের স্বাক্ষর	প্রকল্প প্রস্তাব অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের স্বাক্ষরসহ শাখা সহকারীর নিকট প্রেরণ।
৪	শাখা সহকারী কর্তৃক ডকেটিং ও নথি উপস্থাপন	প্রকল্প প্রস্তাব শাখা সহকারী কর্তৃক ডকেটিং এবং নথি উপস্থাপন।
৫	নথিতে অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের সিদ্ধান্ত	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক নথি পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্তের জন্য পরিচালক বরাবর উপস্থাপন।
৬	পরিচালকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ	এফডি-৬ পূর্ণাঙ্গ (complete) হলে পরিচালক কর্তৃক মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট নথি প্রেরণ।
৭	অনুমোদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ	পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত নথির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের স্বাক্ষরে শাখা সহকারীর নিকট প্রেরণ। মতামত গ্রহণের জন্য শাখা সহকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পত্রে অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং আবেদনকারী সংস্থাকে অবহিতকরণ।
৮	মন্ত্রণালয়ের মতামত	২১ (একুশ) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি/আপত্তি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ। ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয় হতে মতামত পাওয়া না গেলে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্রের ৭(ঘ) অনুযায়ী সংস্থার দাখিলকৃত এফডি-৬ অনুমোদনের জন্য নথিতে উপস্থাপন।
৯	মতামত প্রাপ্তি এবং শাখা সহকারী কর্তৃক নথি পুনরায় উপস্থাপন	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি/আপত্তির প্রেক্ষিতে শাখা সহকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট নথি উপস্থাপন।
১০	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের প্রস্তাব	সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক পরীক্ষান্তে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য পরিচালক বরাবর নথি উপস্থাপন।
১১	পরিচালকের সিদ্ধান্ত	অনধিক ২০ লক্ষ টাকার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিচালক কর্তৃক অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ও শাখা সহকারীর নিকট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নথি প্রেরণ। পক্ষান্তরে ২০ লক্ষ টাকার অধিক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক বরাবর নথি উপস্থাপন।
১২	মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত	মহাপরিচালক কর্তৃক ২০ লক্ষ টাকার অধিক প্রকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান এবং বাস্তবায়নের জন্য নথি পরিচালক/ অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ।
১৩	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক আবেদনকারীকে অবহিতকরণ	পরিচালক/মহাপরিচালকের অনুমোদনের পর শাখা সহকারী কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় সংক্রান্ত মঞ্জুরিপত্র অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের স্বাক্ষরে জারিকরতঃ বাস্তবায়নকারী এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ।

৩.২ সেবা প্রদানে জনবলের সম্পৃক্ততা

আগেকার পদ্ধতিতে কারা সম্পৃক্ত (পদবি/পরিচিতি)(Actor)	কার্য/দায়িত্ব (Action)
মহাপরিচালক	ধাপ-১ : বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান। ধাপ-১৩ : ২০ লক্ষ টাকার অধিক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন/সিদ্ধান্ত প্রদান।
পরিচালক	ধাপ-২ : বেসরকারি সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবে স্বাক্ষর। ধাপ-৬ : এফডি-৬ এর ওপর মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ধাপ-১১ : প্রকল্পের বাজেট ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে প্রকল্প অনুমোদন।
অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার	ধাপ-৩ : সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান। ধাপ-৫ : প্রকল্প প্রস্তাব পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের জন্য পরিচালক বরাবর নথি উপস্থাপন। ধাপ-৭ : পরিচালক কর্তৃক নথিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত শাখা সহকারীর নিকট প্রেরণ। ধাপ-১০ : প্রকল্প প্রস্তাব পরীক্ষান্তে ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য পরিচালক বরাবর নথি উপস্থাপন। ধাপ-১৩ : প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় সংক্রান্ত পত্রে স্বাক্ষর প্রদান এবং আবেদনকারীকে অবহিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।
ব্যক্তিগত সহকারী	ধাপ-১ : দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব কেন্দ্রীয়ভাবে ডকেটিং করা।
শাখা সহকারী	ধাপ-৪ : আবেদনপত্রে ডকেটিং করা এবং অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট নথি উপস্থাপন। ধাপ-৮ : অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র জারি। ধাপ-৯ : মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি/আপত্তি প্রেরণের ২১ (একুশ) কর্ম দিবস অতিক্রান্ত হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট পুনরায় নথি উপস্থাপন। ধাপ-১৩ : অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র জারি।

৩.৩ সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত কাগজপত্র/দলিলাদি

সেবা গ্রহীতাকে যা দাখিল করতে হয়	সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অফিসে যা ব্যবহৃত হয়
ক. নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী ০৯ সেট এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) খ. ০৩ সেট অর্থছাড়করণ আবেদন বা এফডি-২ গ. ০৯ সেট দাতা সংস্থার প্রতিশ্রুতিপত্র	ক. কেন্দ্রীয়ভাবে আবেদনপত্র গ্রহণ রেজিস্টার খ. নথি খোলার রেজিস্টার গ. নথি মুভমেন্ট রেজিস্টার ঘ. পত্র জারি রেজিস্টার

৩.৪ ক্যাটাগরি অনুসারে আগেকার পদ্ধতির সমস্যাসমূহ

সমস্যার ক্ষেত্র/ক্যাটাগরি	সমস্যার বর্ণনা
আবেদনপত্র, তথ্য-উপাত্ত/ ফরম/ ফরম্যাট / প্রত্যয়নপত্র/ রিপোর্ট/ রেজিস্টার	ক. আবেদনপত্রে মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ধাপে স্বাক্ষর । খ. মহাপরিচালক, পরিচালক, অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ও শাখা সহকারীর পর্যায়ে বারংবার ডকেটিং ও রেজিস্টারে এন্ট্রিকরণ।
আবেদন দাখিল সংক্রান্ত	সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাব ও অর্থছাড়ের আবেদনপত্রের সাথে এফডি-৬-এর ৯ সেট, এফডি-২-এর ৩ সেট এবং দাতা সংস্থার অনুদানের প্রতিশ্রুতিপত্রের ৯ সেট মহাপরিচালকের দপ্তরে দাখিল করার কারণে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হতো।
সেবার ধাপ	এফডি-৬ অনুমোদনের ক্ষেত্রে ১৩টি ধাপে সেবা প্রদান করা হতো বলে বেশি সময় লাগতো।
সম্পৃক্ত জনবল	এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ও শাখা সহকারীসহ মোট ০৬ জন সম্পৃক্ত ছিল।
স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি	মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালক, পরিচালক, অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট শাখা সহকারী; মোট ৫ জন।
নির্ভরশীলতা	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্রের আলোকে দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর মতামত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এফডি-৬ প্রেরণ করে ২১ (একুশ) কর্ম দিবস অপেক্ষা করতে হতো। ফলে মন্ত্রণালয়ের ওপর অধিক সময় নির্ভর করতে হতো।
বিধি/ আইন/ প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	সেবার কার্যক্রম The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance,1978 এবং The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982- এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। গত ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে এ দুটি অধ্যাদেশ রহিতক্রমে নতুন আইন 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ৬ নভেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন আইনের অধীনে বিধি প্রণয়নের কাজ
অবকাঠামো	১৯৯০ সাল হতে মৎস্য ভবনের ১০ম এবং ১১ম তলার কিছু অংশ নিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। স্থান সংকুলানের জন্য অফিসের পরিবেশ যথোপযুক্ত নয়, ফলে কাজের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।
রেকর্ড/ তথ্যপত্র সংরক্ষণ	অফিসের জায়গা সংকীর্ণ হওয়ায় রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণে সমস্যা হচ্ছে।
অন্যান্য	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় কর্মচারীরা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী কাজের আগ্রহ সৃষ্টিতে বেগ পেতে হচ্ছে। ৩৪৭টি এনজিও'কে সেবা দেয়ার লক্ষ্য ১৯৯০ সালে ৬৭ জন জনবল নিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সৃষ্টি হয়। বর্তমানে একই জনবল দিয়ে ২৫১৮টি এনজিও'কে সেবা দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে একই জনবল দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। এছাড়া কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণেরও কোন ব্যবস্থা নেই।

৪. বর্তমান পদ্ধতির ডিজাইন

৪.১ আগেকার পদ্ধতির সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরির ভিত্তিক প্রস্তাবনা ও সুফল

সমস্যার ক্ষেত্র	নতুন পদ্ধতির বর্ণনা	সুফল
আবেদনপত্র, তথ্য-উপাত্ত/ ফরম/ ফরম্যাট / প্রত্যয়নপত্র/ রিপোর্ট/ রেজিস্টার ইত্যাদি	ডাক গ্রহণকারী কর্মচারী কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণের পর মহাপরিচালকের স্বাক্ষর শেষে কেন্দ্রীয়ভাবে ডকেট নম্বর প্রদান করে পরিচালক হয়ে সরাসরি অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক নথি উপস্থাপনের মাধ্যমে ৬টি ধাপ কমানো হয়েছে।	সময় ও শ্রম কমে আসছে
আবেদন দাখিল সংক্রান্ত	সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাব ও অর্থছাড়ের প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে ০৯ সেট এফডি-৬ এর পরিবর্তে ০৬ সেট, ০৩ সেট এফডি-২ এবং দাতা সংস্থার অনুদানের প্রতিশ্রুতিপত্র ০৯ সেটের পরিবর্তে ০৬ সেটে কমিয়ে সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে। *এছাড়া এফডি-৬ এর প্রচলিত ফরম্যাট পরিবর্তন করে আরো সংক্ষিপ্ত ও সহজিকরণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে
সেবার ধাপ	এ সেবা ১৩টি ধাপের পরিবর্তে ৭টি ধাপে দেয়া হচ্ছে।	সময় ও শ্রম কমে আসছে।
সম্পৃক্ত জনবল	০৬ জনের পরিবর্তে ০৪ জন দিয়ে এ সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।	সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।
স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/ পরিচালক/ মহাপরিচালক নথিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকায় দ্রুত সেবা দেয়া হচ্ছে।	দ্রুত সেবা নিশ্চিত হচ্ছে।
নির্ভরশীলতা	এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের মতামতের সময়সীমা ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের পরিবর্তে ১৫ (পনের) কর্মদিবসে কমিয়ে আনা হয়েছে। ফলে আবেদনকারী সংস্থাকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে ২৬ (ছাব্বিশ) দিনে সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।	দ্রুত সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সেবার ধাপ কমেছে।
বিধি/ আইন/ প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর জন্য নতুন আইন "বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬" প্রণীত হয়েছে এবং গত ০৬ নভেম্বর ২০১৬ হতে তা কার্যকর হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান নুতন আইনে বিধি প্রণয়নের কাজ চলছে।	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
অবকাঠামো	ঢাকাস্থ আগারগাঁও-এ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর জন্য ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অতিসত্ত্বর নতুন ভবনে ব্যুরো স্থানান্তরিত হবে। নতুন ভবনে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাসহ আধুনিক সুযোগ সুবিধাদি থাকবে।	কাজের পরিবেশ উন্নত হলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।
রেকর্ড/ তথ্যপত্র সংরক্ষণ	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেকর্ড/তথ্যপত্রাদি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও নিজস্ব ডেইটাবেইসে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। নতুন ভবনে অফিস স্থানান্তর হলে রেকর্ড/তথ্যপত্রাদি সংরক্ষণ করা সহজ ও নিরাপদ হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড সংরক্ষণ প্রচলন করা হবে।	দ্রুত সেবা নিশ্চিত হবে।
অন্যান্য	সেবার মান ও ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে UNDP কর্তৃক ব্যুরোর Capacity Assessment শেষ হয়েছে। Capacity Assessment এর সুপারিশের ভিত্তিতে কারিগরী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে বিভাগে উন্নীত করার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পেশ করা হয়েছে।	সময়ের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৪.২ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

বর্তমানে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিও'র সংখ্যা ২৫১৮টি। ২০১৫ -১৬ অর্থ বছরে এনজিওসমূহের অনুকূলে অনুমোদিত ৯৮৬টি প্রকল্পের বিপরীতে ৪৯৩২ (চার হাজার নয়শত বত্রিশ) কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদান ছাড় করা হয়, তন্মধ্যে বেশীরভাগ অর্থ এফডি-৬ অনুমোদনের মাধ্যমে ছাড় করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে এনজিওসমূহের প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত এফডি-৬ নিম্নোক্তভাবে সহজিকরণ করা হয়েছে:

ক) মন্ত্রণালয়ের মতামতের ক্ষেত্রে সময়সীমা ২১ (একুশ) কর্মদিবসের পরিবর্তে ১৫ (পনের) কর্মদিবস
খ) এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) অনুমোদনের ক্ষেত্রে সময়সীমা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে মোট ২৬ (ছাব্বিশ) দিন
গ) ০৯ সেট এফডি-৬ এর পরিবর্তে ০৬ সেট, প্রতিশ্রুতিপত্র ০৯ সেটের পরিবর্তে ০৬ সেট
ঘ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত জনবল ০৬ জন থেকে কমিয়ে ০৪ জন
ঙ) সেবা প্রদানের ধাপ ১৩ থেকে কমিয়ে ০৭ ধাপ
চ) এফডি-৬ ফরমকে আরো সংক্ষেপ ও সহজিকরণ
ছ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

উক্ত সহজিকরণের মধ্যে ক্রমিক ক-ঙ তে বর্নিত প্রস্তাবনাসমূহ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। তারই ভিত্তিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোয় নিবন্ধিত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (দেশি/বিদেশি) সহজে এবং দ্রুত সেবা পাচ্ছে।

৪.৩ বর্তমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থ ছাড়করণ

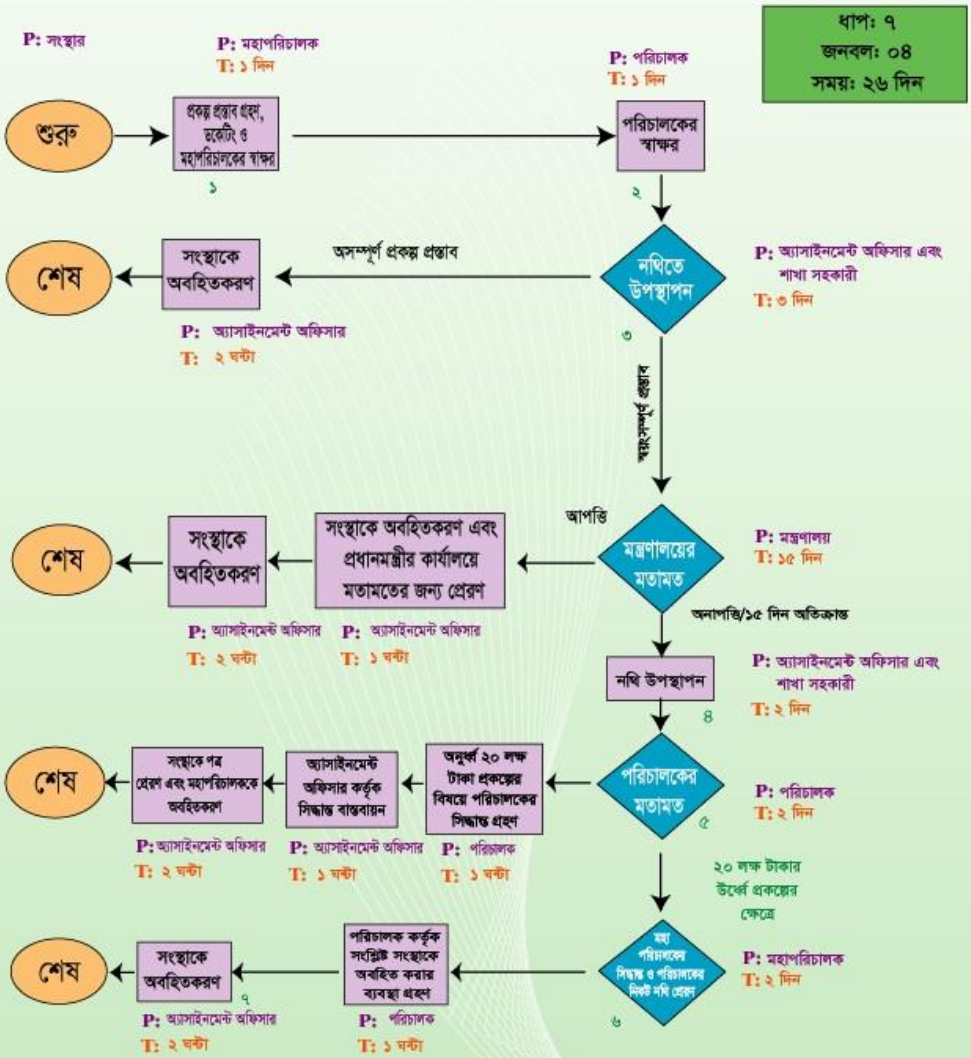

৫. ধাপভিত্তিক বর্ণনা

৫.১ আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতি

আগেকার প্রসেস ম্যাপের ধাপ	আগেকার পদ্ধতি	বর্তমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বর্তমান পদ্ধতি
১	এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) গ্রহণ, ডকেটিং ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১	এফডি-৬ এ মহাপরিচালকের স্বাক্ষর এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ডকেটিং
২	পরিচালকের দপ্তরে ডকেটিং ও স্বাক্ষর	২	পরিচালকের স্বাক্ষর এবং অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ
৩	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের স্বাক্ষর ও শাখা সহকারীর নিকট প্রদান	৩	অসম্পূর্ণ এফডি-৬ সংস্থাকে অবহিতকরণ আর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব হলে মতামতের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
৪	শাখা সহকারী কর্তৃক পুনরায় ডকেটিং ও নথি উপস্থাপন	৪	মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তি ও নথিতে উপস্থাপন, অথবা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তে এফডি-৬ অনুমোদনের জন্য পেশ
৫	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের প্রস্তাব	৫	অনধিক ২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এফডি-৬ এ পরিচালকের সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
৬	পরিচালকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৬	২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব এফডি-৬ এ মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
৭	অনুমোদিত নথির আলোকে অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ	৭	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
৮	মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তি/নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত		
৯	মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে শাখা সহকারী কর্তৃক নথি পুনরায় উপস্থাপন		
১০	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের প্রস্তাব		
১১	পরিচালকের সিদ্ধান্ত (অনধিক ২০ লক্ষ টাকার এফডি-৬)		
১২	মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত (২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এফডি-৬)		
১৩	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন		

৫.২ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা

ক্ষেত্র	আগেকার পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
সময় (Time)	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন	২৬ (ছাব্বিশ) দিন
খরচ (Cost)	খরচ বেশী হয়। (এফডি-৬= ৯ সেট, প্রতিশ্রুতিপত্র-৯ সেট)	পূর্বের তুলনায় খরচ অনেক কমে এসেছে [২] (এফডি-৬= ৯ সেটের পরিবর্তে ০৬ সেট, প্রতিশ্রুতি পত্র-৯ সেটের পরিবর্তে ০৬ সেট)
ভিজিট (Visit)	৪-৫ বার	২-৪ বার [৩]
ধাপ (Steps)	১৩ টি	০৭ টি
জনবল (HR)	০৬ জন	০৪ জন
সেবাপ্রাপ্তির স্থান (Access Point)	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

[২] খরচের ক্ষেত্রঃ পূর্বের নিয়মে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ০৯ সেট এফডি-৬ ব্যুরোতে দাখিল করতে হতো। সাধারণতঃ বড় এফডি-৬ (প্রকল্প) ১৫০ পাতা, মাঝারি এফডি-৬ (প্রকল্প) ১০০ পাতা, ছোট এফডি-৬ (প্রকল্প) ৪০ পাতা হয়ে থাকে। সে বিবেচনায় বড় আকারের এফডি-৬ এর ক্ষেত্রে কম্পোজ ও প্রিন্টিং বাবদ খরচ ২২৫০ টাকা, ফটোকপি বাবদ ২৪০০ টাকা, মাঝারি আকারের এফডি-৬ এর ক্ষেত্রে কম্পোজ ও প্রিন্টিং বাবদ খরচ ১৫০০ টাকা, ফটোকপি বাবদ ১৬০০ টাকা, ছোট আকারের এফডি-৬ এর ক্ষেত্রে কম্পোজ ও প্রিন্টিং বাবদ খরচ ৬০০ টাকা, ফটোকপি বাবদ ৬৪০ টাকা প্রয়োজন হতো। পূর্বে বড়, মাঝারি ও ছোট তিন ধরনের এফডি-৬ এর গড় খরচ ছিল ৮৯৯০/৩=২৯৯৭ টাকা। নতুন পদ্ধতিতে ৬ সেট এফডি-৬ জমা দেয়ার বিধান চালু হওয়ায় ও ধরণের প্রকল্পেই ৩ সেট করে এফডি-৬ কম জমা দিতে হচ্ছে। এতে গড় এফডি-৬ খরচ ২৪১৭/- টাকা হওয়ায় এবং এফডি-৬ বাবদ গড়ে কম খরচ হচ্ছে (২৯৯৭-২৪১৭) = ৫৮০/- টাকা। সে হিসেবে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট ৪৯৫টি এনজিও'র দাখিলকৃত ৯৮৬ টি প্রকল্পের গড় হিসেবে একটি এনজিও'র ২টি প্রকল্প বাবদ পূর্বে ২৯৯৭ X ২ টাকা= ৫,৯৯৪ খরচ হতো যা বর্তমানে ২৪১৭ X ২ টাকা = ৪,৮৩৪ টাকা খরচ হচ্ছে। (প্রতি পাতা কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রিন্টিং ১৫ টাকা, ফটোকপি ২ টাকা সূত্র: ব্লক, মুসলিম এইড, রূপান্তর)

[৩] ভিজিটের ক্ষেত্রঃ ক) প্রকল্প দাখিলের প্রাক্কালেঃ খ) চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্যাদি দাখিলের প্রাক্কালেঃ গ) পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের প্রাক্কালে (যদি প্রয়োজন হয়) ঘ) অনুমোদিত পত্র গ্রহণের প্রাক্কালে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর ক্ষেত্রে বিবেচ্যঃ ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে খ) বহুবর্ষী ও বড় বাজেটের প্রকল্প গ) স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রকল্প ঘ) মহাপরিচালক-এর এখতিয়ার।

৫.৩ আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা

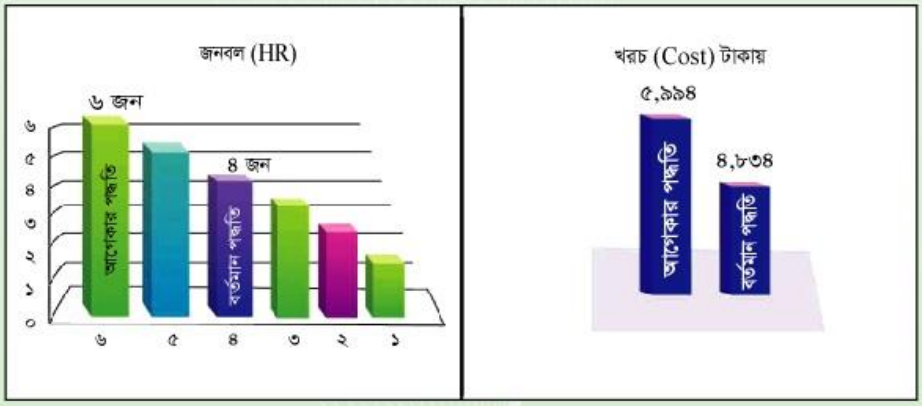

৫.৪ আগেকার ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা

ক্ষেত্র	আগেকার পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
সময় (Time)	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বের পদ্ধতিতে এফডি-৬ মহাপরিচালকের স্বাক্ষর হয়ে পরিচালক ও অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারের পুনঃ পুনঃ স্বাক্ষর, ডকেট নম্বর প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে ১৩টি ধাপে কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। এতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হতো। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের জন্য সময়সীমা ২১ (একুশ) কর্মদিবস নির্ধারিত ছিল।	২৬ (ছাব্বিশ) দিন বর্তমান পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে এফডি-৬ গ্রহণের পর আবেদনপত্রে মহাপরিচালকের স্বাক্ষর শেষে ডকেট নম্বর প্রদান করে পরিচালক হয়ে সরাসরি অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক নথি উপস্থাপনের মাধ্যমে ৬টি ধাপ কমানো হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের সময়সীমা ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের পরিবর্তে ১৫ (পনের) কর্মদিবস করা হয়েছে।
খরচ (Cost)	সেবা গ্রহণকারী এনজিওকে এফডি-৬ দাখিল, অনুমোদন এবং অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে কোন ফি প্রদান করতে হয় না। তবে আবেদনকারী এনজিওকে সেবা গ্রহণের জন্য বার বার এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আসা-যাওয়ায় ব্যয় এবং এফডি-৬ এর ০৯ সেট, এফডি-২ এর ৩ সেট, প্রতিশ্রুতিপত্রের ০৯ সেট প্রদানের ফলে প্রিন্টিং বাবদ যথেষ্ট ব্যয় হতো।	বর্তমান পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে এফডি-৬ এর ০৯ সেটের পরিবর্তে ০৬ সেট ও প্রতিশ্রুতিপত্রের ০৯ সেটের পরিবর্তে ০৬ সেট দাখিল করায় পূর্বের তুলনায় সেবা গ্রহণের প্রিন্টিং ব্যয় কমেছে।
ভিজিট (Visit)	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ৪-৫ বার ব্যুরোতে আসতে হতো।	বর্তমানে সর্বনিম্ন ২-৪ বার আসতে হয়।
ধাপ (Steps)	আগেকার পদ্ধতিতে মোট ১৩টি ধাপে কার্যাদি সম্পন্ন করা হতো।	বর্তমান পদ্ধতিতে ০৭টি ধাপে কার্যাদি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।
জনবল (HR)	আগেকার পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে মোট ০৬ জন সম্পৃক্ত ছিল।	বর্তমান পদ্ধতিতে মাত্র ০৪ জন সম্পৃক্ত রয়েছে।
সেবাপ্রাপ্তির স্থান	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

৫.৫ সহজিকরণের পরে বর্তমান পদ্ধতির সুফল

বর্তমান পদ্ধতিতে একাধিক সুফল পাওয়া গেছে। দেশি-বিদেশি স্বেচ্ছসেবী সংস্থাসমূহের প্রকল্প প্রস্তাব ও অর্থছাড়ের আবেদনের মোট সেটের সংখ্যা কমে এসেছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কোন শাখা অফিস নেই। ঢাকায় অবস্থিত ব্যুরা হতে One Stop Service প্রদান করা হয়ে থাকে। পূর্বের পদ্ধতিতে যেখানে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তাদের ৪-৫ বার ব্যুরোতে আসতে হতো, বর্তমান পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন ২ বার আসতে হয়। তবে, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৪ (চার) আসার প্রয়োজন হয়। এর ফলে সার্বিকভাবে সংস্থার প্রতিনিধিদের ব্যুরোতে ভিজিটের সংখ্যা এবং ব্যয় উভয় কমেছে। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির সময়সীমা ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের স্থলে ১৫ (পনের) কর্মদিবসে নেমে আসায় প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। সেবাপদ্ধতি সহজিকরণের ফলে প্রাপ্ত সুফল নিম্নরূপঃ

ক) সেবা গ্রহণকারী সংস্থা সহজে প্রকল্প প্রস্তাব জমা প্রদান করতে পারছে ও সিদ্ধান্ত জানতে পারছে;
খ) আগেকার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে বর্তমানে ২৬ (ছাব্বিশ) দিনে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;
গ) সেবার ধাপ ১৩ হতে ০৭ ধাপে নেমে এসেছে;
ঘ) সম্পৃক্ত লোকবল কমেছে;
ঙ) সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অনিশ্চয়তা এবং ভোগান্তি কমেছে;
চ) দ্রুত প্রকল্প অনুমোদনের ফলে বিদেশি অনুদান ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

৬. অন্যান্য প্রস্তাবনা

১. বর্তমানে প্রচলিত এফডি-৬ সংশোধনের মাধ্যমে আরো সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট, সহজ ও Digitized করা সম্ভব। এ বিষয়ে উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. অনেক কর্মপদ্ধতি বর্তমানে e-filing-এর আওতায় আনা হচ্ছে। ব্যুরোকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাইজড করা সম্ভব হলে প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ, অনুমোদন ও অর্থছাড় অনলাইনে করা সম্ভব হবে। ফলে আরো দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে।

৩. সেবার মান ও ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে UNDP কর্তৃক ব্যুরোর Capacity Assessment কার্যক্রম শেষ হয়েছে। Capacity Assessment এর সুপারিশের ভিত্তিতে কারিগরী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে বিভাগে উন্নীত করার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পেশ করা হয়েছে।

৭. সেবা সহজিকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

৭.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস আদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ঃ ০৩.০৭০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৫

তারিখ ঃ ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ২০ নভেম্বর ২০১৬

প্রজ্ঞাপন

গত ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ের সময়সীমা ২৬ কর্মদিবস নির্ধারণকল্পে ১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারিকৃত পরিপত্রের ৭(ঘ) এবং ৭(ছ) ধারা সংশোধন করা হলো ঃ

ঘ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ কর্মদিবসের স্থলে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে এ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে বিবেচ্য প্রকল্পের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নেই বলে ধরে নেয়া হবে। পার্বত্য তিনটি জেলায় কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এনজিওসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে সম্মতি/অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করতে পারে। এনজিওসমূহ পার্বত্য জেলাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিয়মানুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে।

ছ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যথাযথ তথ্য সংবলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ৪৫ দিনের স্থলে ২৬ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ওপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে পরিপত্রের ৭(ঘ) এবং ৭(ছ) সংশোধন করা হলো। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ডা. মোঃ জুলফিকার আলী)
পরিচালক-৩
ফোন ঃ ৯১১৫০৯০
ফ্যাক্সঃ ৯১৪৫০৩৮, ৯১২৩৬১৬ (অনুঃ)
ইমেইল ঃ director3@ pmo.gov.bd
zulfikarlenin68@gmail.com

পত্র নম্বরঃ ০৩.০৭০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৫-২৩৭

তারিখ ঃ ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ২০ নভেম্বর ২০১৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

(ডা. মোঃ জুলফিকার আলী)
পরিচালক-৩
ফোন ঃ ৯১১৫০৯০
ফ্যাক্সঃ ৯১৪৫০৩৮, ৯১২৩৬১৬ (অনুঃ)
ইমেইল ঃ director3@ pmo.gov.bd
zulfikarlenin68@gmail.com

৭.২ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অফিস আদেশসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

স্মারক নং-০৩.০৯.০০০০.৬৫৭.১৮.০১৬.১২-

তারিখঃ ৩০-০১-২০১৭

অফিস আদেশ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- ০৩.০৭০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৫ -২৩৭ তারিখ ২০ নভেম্বর, ২০১৬ মোতাবেক সরকার এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন বৈদেশিক অনুদানে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের নিমিত্ত এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব ও অর্থছাড়) এর অনুমোদন নিম্নোক্তভাবে সহজিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

ক) মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে মতামত প্রাপ্তির সময় সীমা ২১ (একুশ) কর্ম দিবসের পরিবর্তে ১৫ (পনের) কর্ম দিবস ধার্য করা হলো;
খ) প্রকল্প প্রস্তাব (এফডি-৬) অনুমোদনের ক্ষেত্রে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে ২৬ (ছাব্বিশ) দিন পুনঃ নির্ধারণ করা হলো, যাতে পূর্বোক্ত ১৫ (পনের) কর্মদিবস অন্তর্ভুক্ত;
গ) ০৯ সেট এফডি-৬ এর পরিবর্তে ০৬ সেট এবং ০৯ সেট দাতা সংস্থার প্রতিশ্রুতিপত্র এর পরিবর্তে ০৬ সেট জমা দিতে হবে।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ শাহ আলম)
উপ-পরিচালক (সার্বিক)
ফোনঃ ৯৫৬২৮৪১

বিতরনঃ অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ফর সার্ভিস সিমপ্লিফিকেশন, এ টু আই ফেজ-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। জনাব খালিদ মেহেদী হাসান, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ফর সার্ভিস সিমপ্লিফিকেশন, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। নির্বাহী প্রধান/পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত সকল বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী দেশি/বিদেশি সংস্থা।
০৫। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
০৬। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

স্মারক নং-০৩.০৯.০০০০.৬৫৭.১৮.০১৬.১২-৭০৯ তারিখঃ ১৩-০২-২০১৭

অফিস আদেশ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোয় নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (এনজিও) কর্তৃক দাখিলকৃত এফডি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাব) যাচাই-বাছাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য অথবা সংস্থাকে অবহিত করার নিমিত্ত পূর্বে পরিচালক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে প্রক্রিয়া প্রচলতি ছিল তা পরিবর্তন করে সেবাপদ্ধতি সহজিকরণের আওতায় এখন হতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অথবা সংস্থায় প্রেরণের বিষয়ে উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার কর্তৃক সিদ্ধান্ত ও প্রেরণ করা হবে।

০২। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ শাহ আলম)
উপ-পরিচালক (সার্বিক)
ফোনঃ ৯৫৬২৮৪১

বিতরনঃ অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
০২। পরিচালক, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ফর সার্ভিস সিমপ্লিফিকেশন, এটুআই ফেজ-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। জনাব খালিদ মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ফর সার্ভিস সিমপ্লিফিকেশন, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। নির্বাহী প্রধান/পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত সকল বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী দেশি/বিদেশি সংস্থা।
০৫। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
০৬। অফিস কপি।